

## سُورَةُ الشَّارِعَاتِ مَكِّيَّةٌ

### ৭৯- সূরা আন নাযে'আত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। কসম তাহাদের যাহারা (লোকদিগকে সত্যের দিকে) পূণ্য মনযোগের সহিত আকর্ষণ করে,

وَالَّذِينَ غَرَّبَا

৩। এবং (কসম) তাহাদের যাহারা (তাহাদের) প্রতিসমূহকে দৃঢ়ভাবে বাঁধে,

وَالَّذِينَ نَشَأَا

৪। এবং (কসম) তাহাদের যাহারা হ্রিত গতিতে সম্ভরণ করে,

وَالَّذِينَ سَبَّحَا

৫। অতঃপর তাহারা প্রতিযোগিতায় দ্রুত বেগে অগ্র চলিয়া যায়,

فَالَّذِينَ سَبَّحَا

৬। অতঃপর তাহারা (উঃমক্কাঃপ) কাযাবনী পরিচালনা করে,

فَالَّذِينَ سَبَّحَا

৭। যেদিন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে,

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ

৮। (এবং) আর একটি পশ্চাদবর্তী (কম্পন)উহার অনুসরণ করিবে ।

تَتَّبِعُهَا الرَّاحِفَةُ

৯। সেই দিন অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হইবে,

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

১০। (এবং) তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে ।

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

১১। তাহারা বলে, 'আমাদিগকে কি প্ৰবাবস্থায় ফিরাইয়া নইয়া যাওয়া হইবে ?

يَقُولُونَ إِنَّا لَنَرُدُّوهُنَّ إِلَى الْخَافِرَةِ

১২। কী ! যখন আমরা পচা-গলা অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব তখনও ?

إِذَا كُنَّا عِظَامًا تَجْفَرُ

১৩। তাহারা বলে, 'তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক প্রত্যাবর্তন হইবে ।

فَالْوَايِلَكَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا

১৪। ইহাতো কেবল একটি ধমক্‌ ফাশ,

وَأَنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

১৫। তখন দেখ! অকসমাৎ তাহারা এক প্রশস্ত ময়দানে উপনীত হইবে।

وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১৬। তোমার নিকট কি মূসার রূতাত পৌছিয়াছে ?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

১৭। যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে ‘তুয়া’র পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়াছিলেন,

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

১৮। (এবং নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ) ‘তুমি ফেরাউনের নিকট যাও; কেননা সে বিদ্রোহ করিয়াছে,

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

১৯। অতঃপর বল, তোমার কি ইচ্ছা আছে যে তুমি পবিত্র হও ?

قُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزُولَ ۝

২০। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি যাহাতে তুমি (তাহাকে) ভয় করিয়া চল ?

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْضَعُ ۝

২১। সূতরাং সে তাহাকে এক বড় নির্দশন দেখাইল।

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝

২২। কিন্তু সে (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবাধ্যতা করিল,

كَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝

২৩। অতঃপর সে (কু-মতনব আঁটার) চেষ্টা করতঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল,

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْفَعُ ۝

২৪। এবং সে (লোকদিগকে) সমবেত করিল এবং ঘোষণা করিল,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝

২৫। অতঃপর সে বলিল, ‘আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।’

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝

২৬। সূতরাং আরাহ্ তাহাকে পরকাল এবং ইহকালের আযাবে ধৃত করিলেন।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْرِجَةِ وَالْأُولَىٰ ۝

২৭। নিশ্চয় যে (আরাহ্কে) ভয় করিয়া চলে তাহার জন্য এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا بَلَدًا لَّيْسَ بِمُحْسِنًا ۝

২৮। সৃষ্টিতে কি তোমরা কঠিনতর,না আকাশ যাহাকে তিনি বানাইয়াছেন ?

أَمْ أَنشَأْنَاهُم بِمِثَالِ الْسَّامِ بَنَاهَا ۝

২৯। তিনিই উহার উচ্চতাকে সম্মত করিয়াছেন, এবং উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

رَفَعَ سَنَامَهَا فَمَوْهَاهَا ۝

৩০। এবং উহার রাগকে অন্ধবনরাহ্মন করিয়াছেন এবং উহার প্রাতঃকালীন আলো প্রকাশ করিয়াছেন,

وَأَغْطَسَ بَيْتُهَا وَأَخْرَجَ هُجَاهَا ۝

৩১। এবং ইহার পর পৃথিবীকে তিনি বিস্তৃত  
করিয়াছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝

৩২। তিনিই উহা হইতে উহার পানি এবং গবাদিপশু চারণের  
তৃণ-লতা উদ্গত করিয়াছেন,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝

৩৩। এবং তিনিই উহাতে পর্বতগুলিকে সংস্থাপন  
করিয়াছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝

৩৪। (এই সব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের  
চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সন্তোষের সামগ্রী স্বরূপ।

مَنَآئِلَ لَّكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمْ ۝

৩৫। অতঃপর যখন মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে,

وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْعُكْبَرَىٰ ۝

৩৬। যেদিন মানুষ সব কিছু সম্মরণ করিবে যাহা সে চেষ্টা  
করিয়াছে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝

৩৭। এবং জাহান্নামকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে তাহার  
জন্য যে দেশে।

وَيُزَيَّرُ الْجَهَنَّمَ لَمَنْ يَرَىٰ ۝

৩৮। সূতরাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে,

فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ ۝

৩৯। এবং এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়,

وَأَفْرَأَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৪০। পরিণামে নিশ্চয় জাহান্নামই হইবে (তাহার)  
আবাসস্থান।

فَأَنَّ الْجَهَنَّمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

৭১। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের  
মকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ  
কামনা-বাসনা হইতে নিরত্ত রাখে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

৭২। পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হইবে (তাহার)  
প্রাণাস্থান,

فَأَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

৪৩। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সঙ্কল্পে জিজ্ঞাসা কার, 'কখন  
ইহা সংঘটিত হইবে ?'

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۝

৪৪। উহার (আগমনের) আলোচনার সহিত তোমার কি সম্পর্ক?

فِيمَا أَنْتَ مِنْ فَاعِلٍ ۚ

৪৫। তোমার প্রতিপালকের নিকটই উহার চূড়ান্ত (জ্ঞানের) সীমা।

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰ ۚ

৪৬। তুমি কেবল সেই ব্যক্তির জন্য সতর্ককারী যে উহাকে ডয় করে।

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ فَاعِلٍ ۚ

৪৭। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা কেবল এক সজ্জা বা উহার এক প্রভাত (এই পৃথিবীতে) অবস্থান করিয়াছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَوُوهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوِ بِرُفُوحٍ ۚ